দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

045

শিক্ষাঙ্গন

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা

বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ। এ দরিদ্রতার মূলে রয়েছে দ্রুত গতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার, সেহেতু শিক্ষাই জাতীর মেরুদণ্ড। অতএব দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূলে শিক্ষা। এই সত্য উপলব্দি করেই হাজী মোহাম্মদ মোহসিন ও বিবি মন্নুজানের মতো মহানুভব ব্যক্তিরা নিজেদের বিষয় সম্পদ দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। কোথাও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, কোথাও বা সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। দেশের জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতি নগণ্য। এদেশের শতকরা আশিজন লোক অক্ষরজ্ঞান শূন্য। এটা জাতির জন্য কলংকজনক। দেশকে নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে উদ্ধার এবং প্রয়োজনের তাগিদে দেশের কল্যাণকামী মানুষ অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং এখনও তুলছেন। এসব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই পরবর্তী কালে সরকারীকরণ করা হয়েছে। সরকারের উদ্যোগে গড়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল।

দেশের মানুষ যেমন চায় শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক, সরকারও তেমনি চায় দেশের প্রতিটা মানুষ শিক্ষিত হোক। তাই তো দেখা যায় স্বাক্ষরতা দিবসের অনুষ্ঠান, গণশিক্ষার আসর, বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। সামগ্রিকভাবে পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে, দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে মহাবিদ্যালয় তথা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কতিপয় বিদ্যানুরাগী জন দরদী, কল্যাণকামী মানুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। যার সুফল আজও জনগণ উপভোগ করছেন। তাই সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে দেশের শিক্ষিতের হার শতকরা বিশ থেকে বাইশে দাঁড়িয়েছে। বিগত কয়েক বছরের হিসাব মতে জানা যায় প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পায়নি। এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় দেশের সামগ্রিক চাহিদানুযায়ী প্রতি বছর অতিরিক্ত সাত হাজার পাঁচশ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে তা কতটুকু বাস্তবে রূপ লাভ করেছে তা পর্যালোচনার বিষয়।

পারিপার্শিকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই দেশে অসংখ্য কিণ্ডার গার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারী প্রাইমারী স্কুল অপেক্ষা এসব কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে শিক্ষার মান অনেক বেশী। এসত্য উপলব্ধি করেই সরকার এই সব স্কুল পাঠরত ছাত্র/ছাত্রীকে বিনামূল্যে বই প্রদান করেছিলেন।

সম্প্রতি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এই সব কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির অনুমোদিত বই পুস্তক পড়ানোর জন্য জোর তাগাদা দেয়া হয়েছে। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের হুশিয়ারিও উচ্চারণ করা হয়েছে।

কিণ্ডার গার্টের স্কুল থেকে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ছাত্র/ছাত্রীর নাম এবং তাদের ফিসের টাকা জমা দেয়ার পত্র দেয়া হয়েছে। এসব পত্রের প্রেক্ষিতে বলা যায় কিণ্ডার গার্টের স্কুলসমূহ সরকারী প্রতিষ্ঠান না হলেও অননুমোদিত নয়। কিন্তু উপ-পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী-এর কার্যালয় এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক প্রেরিত পত্রের মর্মানুযায়ী জানা যায় রেজিস্ট্রীবিহীন বেসরকারী বিদ্যালয় এবং কে.জি. স্কুলসমূহে আগামী ১৯৮৯ সালে কোন বই-পুস্তক প্রদান করা হবে না এবং এসব স্কুল থেকে কোন ছাত্/ছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষায়ও অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এটি যদি সত্যি কার্যকরী করা হয় তবে দেশের কতগুলো স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে এবং কত ছাত্র/ছাত্রীর পড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়বে তা ভেবে অভিভাবক মহল এবং সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না। অধিকন্তু বহু শিক্ষক-শিক্ষিকাও বেকার হয়ে পড়বেন। উপরোক্ত বিষয়ের ফলশ্রুতিতে শিক্ষার অগ্রগতিতে এক বিরাট অন্তরায়ের সৃষ্টি হবে এটা নিশ্চিত। তাই দেশের শিক্ষার স্বার্থে রেজিস্ট্রীবিহীন বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিণ্ডার গার্টের স্কুল থেকে পূর্বের ন্যায় এ বছরেও প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ প্রদান এবং আগামী ১৯৮৯ ইং সালে বিনা মূল্যে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি সরবরাহ করা প্রয়োজন।

রেজিস্ট্রীবিহীন বেসরকারী বিদ্যালয় ও কিণ্ডার গার্টের স্কুলগুলোকে সরকারী অনুমোদন দানের জন্য নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতঃ এক উদার নীতি গ্রহণ করলে দেশের আপামর জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আমরা মনে করি।

—অধ্যাপক এম, এ, বাকি